যুগান্তর

তারিখ 18 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

শিক্ষা ও গবেষণা বিস্তারে বাধা জায়গার অভাব

মোস্তফা কামাল আহমেদ, *খুলনা ব্যুরো*

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের এক ক্রান্তিকালে প্রতিষ্ঠালাভ করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি)। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তারে বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিলেও ভূমি সংকটে সেগুলোর কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। সূত্রমতে, বিগত সময়ের তুলনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অর্থায়নে ২০১৫ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয় ২৩টি গবেষণা প্রকল্পের কাজ শেষ করে। এসবের মধ্যে কৃষি, চিকিৎসা, প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট এমন সব নতুন নতুন ধারণা রয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের জীবনযাত্রার গতি আরও সাবলীল হবে এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের। এ ছাড়া ইউএসএআইডি,

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

গবেষণা বিস্তারে বাধা জায়গার অভাব

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও হেকেপ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু এসব গবেষণাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে নিতে যে পরিমাণ ভূমি প্রয়োজন সেটিই নেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের।

১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে ৪টি ডিসিপ্লিনে মাত্র ৮০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে '৯১-এর ৩১ আগস্ট ক্লাস শুরুর মাধ্যমে শুরু হয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এখানে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়। নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা, ব্যবসায় প্রশাসন, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এবং বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো বিষয়ে দেশে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কোর্স খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম চালু করা হয়। এ ছাড়া স্থাপত্য শিক্ষা কোর্স ঢাকার বাইরে এখানে প্রথম চালু হয়। বর্তমানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি অনুষদ ও একটি ইন্সটিটিউটের অধীনে ২৬টি ডিসিপ্লিনে (বিভাগ) শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এখানে নিয়মিত ব্যাচেলর ডিগ্রি, ব্যাচেলর অব অনার্স ডিগ্রি, মাস্টার্স ডিগ্রি, এমফিল এবং পিএইচডি প্রদান করা হয়। এখানে আরবান অ্যান্ড রুরাল প্ল্যানিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, পরিসংখ্যান বিজ্ঞান, ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি, ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাগ্রোটেকনোলজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফার্মেসি ও সয়েল সায়েন্স ডিসিপ্লিন, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিসিপ্লিন, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের পাশাপাশি একমাত্র ইন্সটিটিউটের নাম চারুকলা ইন্সটিটিউট। এখানে সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড স্টাডিজ অন দ্য সুন্দরবনস, রিসার্স সেল, মডার্ন ল্যাংগুয়েজ সেন্টার এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ ও গবেষণা কার্যক্রমও রয়েছে।

গবেষণার ক্ষেত্রে ক্রমাগত নতুন দুয়ার খুলে দিচ্ছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. মো. ইফতেখার শামস্ 'Development and commercialization of environmental friendly bio-composites and bio-fuel from agricultural wastes to meet the challenges of 21st century' শিরোনামে একটি প্রকল্প লাভ করেছেন। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নানা রকম Agricultural wastes ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থমুক্ত Bio-composite board উৎপাদন সম্ভব। যৌথভাবে দেশে, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য ও সামুদ্রিক সম্পদ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে এ বছরের শুরুতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওয়ার্ল্ড ফিশের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণগত মান বজায় রাখা এ গবেষণা কার্যক্রমের লক্ষ্য। কিন্তু গবেষণার এই কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ ভূমি প্রয়োজন তা নেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের।

খুবির ভিসি প্রফেসর ড. মো. ফায়েক উজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, আজকে যে অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আগামী ৫০ বছর পর আর সে অবস্থায় থাকবে না। শিক্ষার প্রসারের কারণে শিক্ষার্থী বাড়বে, বাড়বে গবেষণা। সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ জরুরি। পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বেশ কিছু ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীদের এ ধরনের কাজ করতে হচ্ছে ছোট পরিসরে। তিনি বলেন, মাঠ গবেষণাগারের সংকট রয়েছে। মাত্র ১ বিঘা জমির ওপর গবেষণা ক্ষেত্র রয়েছে এখানে। অথচ একই বিষয়ে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২০০ বিঘা জমির ওপর গবেষণা ক্ষেত্র রয়েছে। তিনি জানান, অ্যাগ্রোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি ও ফরেস্ট্রি ডিসিপ্লিনসহ বেশ কিছু ডিসিপ্লিনে গবেষণার জন্য জায়গা প্রয়োজন। কিন্তু জমি না থাকায় বৃহৎ পরিসরে গবেষণাকাজ চালানো সম্ভব হচ্ছে না। এসব কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও বড় জায়গা প্রয়োজন।